Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান সদাকার গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজমা আক্তার

রোলঃ 216021240

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান সদাকার গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজমা আক্তার

রোলঃ 216021240

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দান সদাকার গুরুত্ব ও ফযিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাজমা আক্তার, আইডিঃ 216021240 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দান সদাকার গুরুত্ব ও ফযিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Najma Akter

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

নাজমা আক্তার

আইডিঃ 216021240

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা 6

২. দান সদাকার গুরুত্ব 9

৩.দান সদাকা গুনাহ মাফ করে ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায় 11

৪.ফিরিয়ে দেয়ার আগেই সদাকা করা 11

৫.দান করে খোটা দিতে নেই 13

৬.বেশি সদাকা করে পরকালিন জীবনের কামিয়াবি অর্জন 14

৭. সদাকার গুণাবলি বাড়ানোর বৈশিষ্ট্য 14

৮. সালফে সালেহীনদের মতামত 17

৯.দান সদাকা সম্পর্কে সতর্কতা 19

১০.অন্যের সদাকা বন্টনে সওয়াব 21

১১.সদাকার পরিমাণ হিসেব রাখা অনুচিত 25

১২. যখন সদাকার পরিমান হিসেব রাখা জায়েজ 26

১৩.যা পারেন দান সদাকা করুন 27

১৪.দান সদাকার উপকারিতা 28

১৫. দান সদাকা শরীয়ত সম্মত একটি ঈর্ষণীয় বিষয় 32

১৬.হারাম বস্তু সদাকা করা থেকে বিরত থাকা 35

১৭. স্ত্রী সন্তানদের জন্য খরচ করাও সদাকা 39

১৮. সদাকা দেয়ার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র 40

১৯.পূর্বযুগের নিষ্ঠাবান সদাকাকারীদের কিছু ঘটনা 40

২০. উপসংহার 43

১. ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সর্বজাহানে প্রতিপালক । সকল দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলের অধিনায়ক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কেরাম এবং কেয়ামত পর্যন্ত সাবান সকল অনুসারীদের উপর

গরিব ও দুস্থ মানুষের সহযোগিতা, তাদের মুখে হাসি ফোটানো, সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং পবিত্র ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সদাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্যি অনস্বীকার্য. তাইতো আল্লাহ তাআলা ইসলাম প্রচারের নিজের দহন সম্পদ ব্যয় করাকে তার পথে জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ইন্নামালাল্লাজিনা আমানু

ওরা যারা আল্লাহ তাআলা ও তদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর উপর ঈমান আনার পর আর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজ সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করেছেন .তারাই সত্যনিষ্ঠ।

বরং আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে যখনই জিহাদের কথা উল্লেখ করেছেন তখন ওই মালের জিহাদকে জানের জিহাদের আগেই উল্লেখ করেছেন. উপরুক্ত আয়াত এরই প্রমাণ বহন করে. তবে কুরআনের একটি মাত্র জায়গায় আল্লাহ তা'আলা জানের জিহাদকে মালের জিহাদের আগেই উল্লেখ করেছেন.

যা নিম্নরূপ

আল্লাহ তাআলা বলেন

إنَّ الله اشترٰي.....

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ তায়ালার পথে যুদ্ধ করবে। অন্যকে হত্যা করবে এবং পরিশেষে হয়তোবা তারা নিজেরাও হত্যা হয়ে যাবে

(সূরা তওবা ১১১)

দান সদাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় ।দান ও সদাকা মানব জীবনে এক মহান গুণ। এটি সমাজে সাম্য ও সহানুভূতির ভিত্তি স্থাপন করে। দানের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এক ধরনের সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে, যা সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি বজায় রাখতে সহায়তা করে। ইসলামে দান ও সদাকার গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন ও হাদিসে বারবার দানের নির্দেশনা এসেছে, যাতে সমাজের অসহায়, দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষদের সহায়তা করা যায়।

দান শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, বরং এটি এক ধরনের নৈতিক ও আত্মিক প্রশান্তির উৎস। একজন ব্যক্তি যখন দান করে, তখন সে নিজেও মানসিকভাবে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে। একই সঙ্গে, দান অন্যের জীবনে আশার আলো জ্বালাতে সহায়ক হয়। বিশেষ করে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে দান একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

আজকের সমাজে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য যখন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন দান ও সদাকা এই বৈষম্য কমিয়ে আনতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি কেবল ব্যক্তি নয়, বরং গোটা সমাজকেই আলোকিত করতে পারে।

আমরা সবাই জানি, আমাদের কাছে যত সম্পদ রয়েছে সমস্ত সম্পদে প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা। তিনি সম্পদ যাছে করেন তাকেই দান করেন। মুমিন কাফের সবাইকেই দান করেন। মুমিনদের মধ্যে আবার নেককার বদকার সবাইকেই দান করেন। সম্পদের প্রকৃত মালিক যেহেতু আল্লাহ, তাই আমাদের কর্তব্য, এ সম্পদ অর্জন করা এবং ব্যয় করা উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর সকল বিধি নিষেধ পুরোপুরি মেনে চলা। কেয়ামতের দিন তিনি আমাদের কাছ থেকে এর হিসাব নেবেন যে, আমরা কিভাবে সম্ভব উপার্জন করেছি এবং কিভাবে ব্যয় করেছি?

আমরা যদি বৈধ পথে উপার্জন করি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করি তাহলেই আল্লাহর কাছে হিসাব দেওয়া আমাদের পথে সহজ হবে।

কেয়ামতের দিন যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া ছাড়া কেউ এক পাও এদিক ওদিক যেতে পারবেনা, তারমধ্যে দুটি প্রশ্নই হচ্ছে সম্পদ সম্পর্কে। সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছো? এবং কোন পথে ব্যয় করেছ?

নিঃসন্দেহে ধনসম্পদ নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে ব্যয় করার অনুমতি ইসলামে আছে এবং সন্তানদের জন্য সঞ্চিত করে রাখারও পাপের কিছু নয়। কিন্তু পাপ ও অন্যায় হচ্ছে, সম্পদে গরীব দুঃখীদের যে হক রয়েছে তা আদায় না করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, (সূরা মাআরিজ:২৪-২৫)

অর্থ এবং তাদের ধন সম্পদের নির্দিষ্ট হক রয়েছে। ভিক্ষুক ও বঞ্চিত(যারা অভাবী কিন্তু লজ্জায় কারো কাছে হাত পাতেনা তাদের) সবার হক রয়েছে। (সূরা মাআরিজ:২৪-২৫)

অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হয়, তারা দান করতে চায় না। মনে করে, এতে তার সম্পদ কমে যাবে। তাই সব সময়ই সম্পদ জমা করে রাখার ফিকির করে এমন তো অনেক সময় নিজের প্রয়োজনেও খরচ করতে চায় না। অথচ হাদিসে এসেছে, হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:-- মানুষ বলে আমার সম্পদ, আমার সম্পদ, অথচ তিনটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্পদের শুধু তার। যা সে খেয়ে শেষ করেছে, যা সে পরিধান করে নষ্ট করেছে এবং যা দান করে নিজের জন্য সঞ্চয় করেছে। এগুলো ছাড়া সবই শেষ হয়ে যাবে এবং অন্যদের জন্য ছেড়ে যাবে।

(সহি ও মুসলিম: ২৯৫৯)

এ হাদিস দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তৃতীয়প্রকার সম্পর্কে কেবল আমাদের কাজে লাগছে। এছাড়া বাকিগুলো তেমন কাজে লাগছেনা।

২. দান সদাকার গুরুত্ব

দান সদকার ফজিলত ও উপকারিতা সম্পর্কে আমরা কোরআন ও হাদিস থেকে আরো অনেক কিছুই জানতে পারবো। যেমন:--

গোপনে ও প্রকাশ্যে যেকোনোভাবেই দান করা যায়। সকল দানের সওয়াব রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, (সূরা বাকারা ২৭১)

অর্থ যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান সদকা করো তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে দান করো এবং গরিব মিসকিনকে দিয়ে দাও এটা আরো বেশি উত্তম এবং(এর উসিলায়) তিনি তোমাদের পাপ সমূহ কে ক্ষমা করে দেবেন। (সূরা বাকারা ২৭১)

হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাযি. হতে বর্ণিত দীর্ঘ এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

" দান সদাকা গুনাহ মিটিয়ে দেয় যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়(জামে তিরমিজি: 2626)

হযরত আবু কাবশা আল আনমারী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ماَ نَقَصَ ماَلُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَة ٍ

অর্থ দান সদাকার দ্বারা কারও সম্পদ কমে না(জ্যামে তিরমিযী: ২৩২৫)

আল্লাহ তাআলা বলেন(সূরা বাকারা 261)

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের সম্পদ ব্যয় করে তাদের ওই সম্পদের উদাহরণ এমন বীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রতিটি শিষে ১০০ টি করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে আরও বেশি দান করেন। আল্লাহ সু প্রশস্ত, সুবিজ্ঞ।(সূরা বাকারা ২৬১)

হযরত খুরাইম বিন ফাতেক রাযি. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيلِ اللهِ كُتِبتْ لَهُ بِسَبْعِ مِاءَةِ ضِعْفٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন কিছু ব্যয় করে তার জন্য 27 গুণ সওয়াব লিখে দেয়া হয়(সুনানে নাসাঈ: ৩১৮৬)
হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সঃ বলেছেন:-- যে ব্যক্তি নিজের হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর সদকা করে, আর আল্লাহ তো হালাল সম্পদ ছাড়া কোনও দানই কবুল করেন না। আল্লাহ ওই দান নিজের ডান হাতে নেন এরপর তা বৃদ্ধি করতে থাকেন যেভাবে তোমরা ঘোরার বাচ্চাকে লালন পালন করে থাকো এমন কে তা(বেড়ে বেড়ে) পাহাড় সমান হয়ে যায়(সহীহ মুসলিম -১০১৪, সহীহ বুখারী ৭৪৩০) ■ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। (রাসূলুল্লাহ সা:) বলেছেনঃ
“প্রতিদিন সকালে দু’জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।
[বুখারী ১৪৪২], (মুসলিম ১২/১৭, হাঃ ১০১০)

.

■ হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ সা:) বলেছেন, “উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও যদি আমার নিকট থাকে তাহলে তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পরও তার সামান্য কিছু আমার অবশিষ্ট থাকুক, তা আমি পছন্দ করি না। তবে হ্যাঁ, দেনা পরিশোধের জন্য যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু রেখে বাকিটুকু আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেবে।’
(সহীহ বুখারী : ৮/৬৪৪৫)।

.

■ আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ তুমি (সম্পদ কমে যাওয়ার আশঙ্কায়) সদাকাহ দেয়া বন্ধ করবে না। অন্যথায় তোমার জন্যও আল্লাহ কর্তৃক দান বন্ধ করে দেয়া হবে।
‘আব্দা (রহ.) হতে বর্ণিত যে, [পূর্বোক্ত সূত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন] তুমি (সম্পদ) গণনা করে জমা রেখো না, (এরূপ করলে) আল্লাহ তোমার রিযক বন্ধ করে দিবেন।

[সহীহ বুখারী:১৪৩৩]

.

■ হারিসাহ ইবনু অহব খুযা'ঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সদাকাহ কর। কেননা অচিরেই তোমাদের উপর এমন সময় আসবে, যখন মানুষ সদাকাহর মাল নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, তখন এক ব্যক্তি বলবে, গতকাল নিয়ে এলে অবশ্যই গ্রহণ করতাম কিন্তু আজ এর কোন প্রয়োজন আমার নেই। [বুখারী ১৪২৪]

৩.দান সদাকা গুনাহ মাফ করে ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়

■ আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, তোমরা জাহান্নাম হতে আত্মরক্ষা কর এক টুকরা খেজুর সদাকাহ করে হলেও। [বুখারী ১৪১৭]

.

' ■ আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ভিখারিণী দু'টি শিশু কন্যা সঙ্গে করে আমার নিকট এসে কিছু চাইলো। আমার নিকট একটি খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুরটি দু'ভাগ করে কন্যা দু'টিকে দিয়ে দিল। এরপর ভিখারিণী বেরিয়ে চলে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর নিকট ঘটনা বিবৃত করলে তিনি বললেনঃ যাকে এরূপ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোনরূপ পরীক্ষা করা হয় সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে আড় হয়ে দাঁড়াবে।[বুখারী ১৪১৮]

৪.ফিরিয়ে দেয়ার আগেই সদাকা করা

আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে ছিলাম, এমন সময় দু'জন সাহাবী আসলেন, তাদের একজন দারিদ্র অভিযোগ করছিলেন আর অপরজন রাহাজানির অভিযোগ

করছিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ রাহাজানির অবস্থা এই যে, কিছু দিন পর এমন সময় আসবে যখন কাফিলা মক্কা পর্যন্ত বিনা পাহারায় পৌঁছে যাবে। আর দারিদ্রের অবস্থা এই যে, তোমাদের কেউ সদাকাহ নিয়ে ঘোরাফিরা করবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। এমন সময় না আসা পর্যন্ত ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) কায়িম হবে না। অতঃপর (বিচার দিবসে) আল্লাহর নিকট তোমাদের কেউ এমনভাবে খাড়া হবে যে, তার ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল থাকবে না বা কোন ব্যাখ্যাকারী দোভাষীও থাকবে না। অতঃপর তিনি বলবেনঃ আমি কি তোমাকে সম্পদ দানকারিণী? সে অবশ্যই বলবে, হ্যাঁ।এরপর তিনি বলবেন, আমি কি তোমার নিকট রাসূল প্রেরণ করিনি? সে অবশ্যই বলবে হাঁ, তখন সে ব্যক্তি ডান দিকে তাকিয়ে শুধু আগুন দেখতে পাবে, তেমনিভাবে বাম দিকে তাকিয়েও আগুন দেখতে পাবে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের উচিত এক টুকরা খেজুর (সদাকাহ) দিয়ে হলেও যেন আগুন হতে আত্মরক্ষা করে। যদি কেউ তা না পায় তবে যেন উত্তম কথা দিয়ে [বুখারী ১৪১৩]

.

■ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ সা:) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদাকাহ করবে, (আল্লাহ তা কবূল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবূল করেন আর আল্লাহ তাঁর ডান হাত দিয়ে তা কবূল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সদাকাহ পাহাড় বরাবর হয়ে যায়। [বুখারী ১৪১০]

.

‘ ■ আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, কোন নবী সহধর্মিনী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বললেনঃ আমাদের মধ্য হতে সবার পূর্বে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে কে মিলিত হবে? তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে লম্বা। তাঁরা একটি বাঁশের কাঠির মাধ্যমে হাত মেপে দেখতে লাগলেন। সওদার হাত সকলের হাতের চেয়ে লম্বা বলে প্রমাণিত হল। পরে [সবার আগে যায়নাব (রাঃ)-এর মৃত্যু হলে] আমরা বুঝলাম হাতের দীর্ঘতার অর্থ দানশীলতা।

তিনি [যায়নাব (রাঃ)] আমাদের মধ্যে সবার আগে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে মিলিত হন এবং তিনি দান করতে ভালবাসতেন। [বুখারী ১৪২০]

.

■ আবূ মূসা আশ‘আরী (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ প্রতিটি মুসলিমের সদাকাহ করা উচিত। সাহাবীগণ আরয করলেন, কেউ যদি সদাকাহ দেয়ার মত কিছু না পায়? (তিনি উত্তরে) বললেনঃ সে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করবে এতে নিজেও লাভবান হবে, সদাকাহও করতে পারবে। তাঁরা বললেন, যদি এরও ক্ষমতা না থাকে? তিনি বললেনঃ কোন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে। তাঁরা বললেন, যদি এতটুকুরও সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেনঃ এ অবস্থায় সে যেন সৎ ‘আমল করে এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকে। এটা তার জন্য সদাকাহ বলে গণ্য হবে। [বুখারী ১৪৪৫]

৫.দান করে খোটা দিতে নেই

■ এতে দানের ফজিলত বিনষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সদ্ব্যবহার, সুন্দর কথা ওই দান অপেক্ষা উত্তম, যার পেছনে আসে যন্ত্রণা। আল্লাহ তাআলা ঐশ্বর্যশালী ও পরম সহিষ্ণু। হে মুমিনগণ! তোমরা খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে বাতিল কোরো না। তাদের মতো যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে লোকদেখানোর জন্য এবং তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না।’ (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ২৬৩-২৬৪)।

.

■ নবীজি (সা.) বলেন, ‘খোঁটাদানকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।’ (তিরমিজি)।

.

■ আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ

হয়ে যায় তিন প্রকার আমল ছাড়া। ১. সদাকাহ জারিয়াহ্ অথবা ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার হয় অথবা ৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দু'আ করতে থাকে। (সহিহ মুসলিম-১৬৩১)

৬.বেশি সদাকা করে পরকালিন জীবনের কামিয়াবি অর্জন

###বেশি বেশি দান সাদকা করে পূণ্য ভারী করি ও পরজীবনে কামিয়াবি অর্জন করি।আল্লাহ তায়ালা বলেন : 'যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তা চর্চা করে বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের পালন কর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে পুরস্কার। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হবে না।' (সূরা বাকারাহ, আয়াত -২৬২)
আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা যদি আল্লাহ তাআলাকে উত্তম ঋণদান কর তথা তথা তার পথে সদাকা কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে তা বহু গুনে বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা মহা গুণোগ্রাহী এবং অত্যন্ত সহনশীল(সূরা তাগাবুন ১৭)
আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশিলা নারী এবং যারা আল্লাহ তালাকে উত্তম ঋণদান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশি সওয়াব এবং তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত সম্মানজনক মহাপুরস্কার(সূরা আল হাদিদ ১৮), তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালা সুদের বরকত উঠিয়ে নেন এবং সদকা বর্ধিত করেন। বস্তুত আল্লাহ তালা অতি কৃতঘ্ন তথা কাফির পাপাচারীদের কে ভালোবাসেন না। (সূরা বাকারা ২৭৬)

৭. সদাকার গুণাবলি বাড়ানোর বৈশিষ্ট্য

সদাকার গুণাবলি বাড়ানোর বৈশিষ্ট্য:---কোন সদাকায় সাতটি গুণ পাওয়া গেলে তা বহু গুণে বেড়ে যায় ।যেমন--

১. সদাকা হালাল হওয়া ।

২. দুই নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সদাকা করা।

৩. দ্রুত সদাকা করা।

৪. পছন্দনীয় বস্তু সদাকা করা।

৫. লুকায়িতভাবে সদাকা করা।

৬. সদাকা দিয়ে তুলনা না করা।

৭. সদাকা গ্রহীতাকে কোনভাবে কষ্ট না দেয়া।

জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন আত্মীয়তার অন্য আত্মীয় নিকট আল্লাহ তাআলার দেয়া কোনো সম্পদ চাইলে সে যদি তাকে তা দিতে কার্পণ্য করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম থেকে শুজা নামক একটি সর্প বের করে আনবেন যা তার গলা পেচিয়ে ধরে তার মুখ দংশন করবে।

বাহয তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি তার মনিবের নিকট এমন কিছু চাইলে যা তার নিকট আছে যদি সে তাকে তা না দেয় তাহলে কেয়ামতের দিন তার এই সম্পদটুকু মারাত্মক বিষদ সাপের রূপ নিয়ে তাকে দংশন করার জন্য ডাকা হবে।

আসমা রাজি-আল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এরশাদ করেন, টাকা পয়সা ধরে রেখো না তাহলে ও তার নেয়ামত ধরে রাখবেন। যা পারো দান করতে থাকো।

আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি শুধুমাত্র দুটি বিষয়েই শরীয়ত সম্মতভাবে কারো সাথে করা যায়: তার মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা কাউকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা সঠিক খাতে ব্যয় করেছে তথা আল্লাহ তায়ালার পথে দান সদকা করেছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লাহতালা কাউকে শরীয়তের প্রচুর জ্ঞান দিয়েছেন এবং সে তারই আলোকে মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করেছে ও মানুষকে তা শিক্ষা দিচ্ছে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন

আরশের নিচে ছায়া দিবেন না যেদিন আর কোন ছায়া থাকবেনা। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে এমন রাষ্ট্রপতি যিনি সর্বদা ইনসাফের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে এমন যুবক যে ছোট থেকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের উপর বেড়ে উঠেছে। এমন ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথেই লাগানো। চতুর্থ শ্রেণি হচ্ছে দুই ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই এ সম্পর্কে ভালোবেসেছে। আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির জন্যই তারা পরস্পর একত্রিত হয় এবং তার সন্তুষ্টির জন্য তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। পঞ্চম শ্রেণী হচ্ছে এমন পুরুষ যাকে কোন প্রভাবশালী সুন্দরী মহিলা ব্যভিচারের জন্য ডাকছে, অথচ সে বলছে আমি তা করতে পারবো না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তালাকে ভয় পাচ্ছি। ষষ্ঠ শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে এরূপ লুকায়িতভাবে সদাকা করেছে যে, তার বাম হাত জানছে না তার ডান হাত কি সদাকা করছে। সপ্তম শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে একাকী ভাবে আল্লাহতালার কথা স্মরণ করে দু চোখের পানি প্রবাহিত করছে।

এছাড়াও কোন কিছু আল্লাহ তাআলার পথে সদকা করতে মনে চাইলেই তা সাথে সাথে সদাকা করুন, তাতে এতোটুকুও দেরি করবেন না। প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য নিজের পক্ষ থেকে কিছু না কিছু সদকা করা তা যেভাবেই হোক না কেন। তবে সদকা দেওয়ার মতো তার কাছে কোনো কিছু না থাকলে সে যেন কোন না কোন ভাল কাজ করে দেয় তাও তার জন্য সদাকা হয়ে যাবে। এছাড়াও কেউ সদকা করলে তার জন্য দোয়া করতে হয়। আবার কেউ আপনার নিকট সদাকা নিতে আসলে আপনি তাকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবেন। এছাড়া যারা দুনিয়াতে অঢেল সম্পদের মালিক তারা কেয়ামতের দিন অত্যন্ত গরিব হবেন যতক্ষণ না তারা আল্লাহতালার পথে বিপুলভাবে দান সদকা করেন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল একমাত্র হালাল পবিত্র এবং উত্তম বস্তুই আল্লাহ তাআলার পথে সদকা করতে হয়। কেননা হারাম বস্তু সদকা করলে কোন সওয়াব পাওয়া যায় না। সদাকা করলে মানুষ গরিব হয়ে যায় এই কথা একমাত্র শয়তানের ওই প্রবঞ্চনা কেননা সদাকা করলে আমাদের সম্পদ আরো বৃদ্ধি পায়। সদাকা করার জন্য কোন জিনিস অতি সামান্য হলেও তা সদাকা করতে অবহেলা করবেন না।

কোন ব্যক্তি তার নিজ স্ত্রী সন্তানের প্রয়োজনীয় খরচ চালানোর মধ্যেও সদাকার সওয়াব পাবেন।

৮. সালফে সালেহীনদের মতামত

আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন," তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় যে, তিনি তোমার ধন ভান্ডার টুকু এমন এক জায়গায় রাখবে যেখান থেকে পোকা খেয়ে তা কমিয়ে দিবে না এবং কোন চোর উহার নাগাল পাবে না তাহলে তা আল্লাহ তায়ালার পথে সদকা করে দাও" (তাম্বীহুল গাফিলিন ২৪৭)

আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সালাত ইসলামের খুঁটি। জিহাদ হচ্ছে একটি উন্নত আমল। হচ্ছে একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু । (তাম্বীহুল গাফিলীন২৪৩)

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, একদা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমার হাতে গোস্ত দেখে বললেন হে জাবির! তোমার হাতে এটি আবু সোলাইমান আদ- দারানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি জিকিরের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভরশীল তার চরিত্র অবশ্যই ভালো হবে, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল হবেন, আল্লাহতালার পথে সদকা খয়রাত করতে তিনি কখনো দ্বিধা করবেন না এবং তার সালাতে শয়তানের কুমন্ত্রনা অবশ্যই কমে যাবে।

ইমাম শা' বী(রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ফকির সদাকার প্রতি যতটুকু মুখাপেক্ষী কেউ যদি নিজেকে সদাকার সওয়াবের প্রতি এর চাইতেও বেশি মুখাপেক্ষী মনে না করলো তাহলে তার সদাকা নিষ্ফল হবে

আব্দুল আজিজ বিন উমাইর(রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, কেয়ামতের দিন সবাইকে উঠানো হবে অত্যন্ত ক্ষুদা আর পিপাসার্ত অবস্থায়। সুতরাং কেউ দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে খাওয়ালে আল্লাহতালা তাকে

কিয়ামতের দিন খাওয়াবেন। কাউকে পান করালে আল্লাহ তায়ালা তাকে পান করাবেন। কাউকে পরালে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরাবেন

একদা হাসান বসরী(রাহিমাহুল্লাহ) এর পাশ দিয়ে জৈনিক গোলাম বিক্রেতা যাচ্ছিল। তার সাথে ছিল একটি বান্দি। তিনি লোকটিকে বললেন: তুমি কি বান্দিটিকে এক দেরহাম বা দুই দেরহাম দিয়ে বিক্রি করবে? লোকটির বলল: না। তখন হাসান বসরি (রাহিমাহুল্লাহ)বললেন, আল্লাহ তাআলা একটি পয়সা বা একটি নেওলার পরিবর্তে জান্নাতের হুর দিয়ে দিবেন। আর তুমি এক দিরহাম বা দু দিরহাম এর পরিবর্তে একে বিক্রি করতে রাজি হচ্ছে না।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম(রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: যে কোন বালা-মুসিবত দূরীকরণে সদাকার আশ্চর্যজনক এক প্রভাব রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি ফাসিক, যালিম, কাফির যাই হোক না কেন। আল্লাহ তাআলা সদাকার কারণে সদাকা কারীর হরেক রকমের বালা মুসিবত দূর করে দেন। এটা সবারই জানা এবং দেশের সকলেই এ ব্যাপারটি স্বীকার করেছেন। কারণ তারা পরীক্ষা করে তারা সত্য পেয়েছেন।।কি? আমি বললাম: গোস্ত খেতে ইচ্ছে হয়েছিল তাই একটু খরিদ করলাম। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: যখনই তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে হয় তখনই তা খরিদ করো? হে জাবির! তুমি কি নিম্নোক্ত আয়াতকে ভয় পাও না?

"(কাফেরদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবে) তোমরা তো প্রার্থীর জীবনের সকল সুখ স্বাচ্ছন্ন ভোগ করে শেষ করেছ(সূরা আহকাফ 20)

ইয়াহয়া বিন মুয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, " আমি জানিনা, দুনিয়াতে এমন কোন দানা আছে যা বিশ্বের পরিমাণ বিশ্বের সকল পাহাড় সমপরিমাণ ওজন রাখে একমাত্র সদাকার দানা ছাড়া"

আবু সোলাইমান আদ- দারানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি জিকিরের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভরশীল তার চরিত্র অবশ্যই ভালো হবে, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল হবেন, আল্লাহতালার পথে সদকা খয়রাত করতে তিনি কখনো দ্বিধা করবেন না এবং তার সালাতে শয়তানের কুমন্ত্রনা অবশ্যই কমে যাবে।

ইমাম শা' বী(রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ফকির সদাকার প্রতি যতটুকু মুখাপেক্ষী কেউ যদি নিজেকে সদাকার সওয়াবের প্রতি এর চাইতেও বেশি মুখাপেক্ষী মনে না করলো তাহলে তার সদাকা নিষ্ফল হবে

আব্দুল আজিজ বিন উমাইর(রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, কেয়ামতের দিন সবাইকে উঠানো হবে অত্যন্ত ক্ষুদা আর পিপাসার্ত অবস্থায়। সুতরাং কেউ দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে খাওয়ালে আল্লাহতালা তাকে কিয়ামতের দিন খাওয়াবেন। কাউকে পান করালে আল্লাহ তায়ালা তাকে পান করাবেন। কাউকে পরালে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরাবেন

একদা হাসান বসরী(রাহিমাহুল্লাহ) এর পাশ দিয়ে জৈনিক গোলাম বিক্রেতা যাচ্ছিল। তার সাথে ছিল একটি বান্দি। তিনি লোকটিকে বললেন: তুমি কি বান্দিটিকে এক দেরহাম বা দুই দেরহাম দিয়ে বিক্রি করবে? লোকটির বলল: না। তখন হাসান বসরি (রাহিমাহুল্লাহ)বললেন, আল্লাহ তাআলা একটি পয়সা বা একটি নেওলার পরিবর্তে জান্নাতের হুর দিয়ে দিবেন। আর তুমি এক দিরহাম বা দু দিরহাম এর পরিবর্তে একে বিক্রি করতে রাজি হচ্ছে না। —-

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম(রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: যে কোন বালা- মুসিবত দূরীকরণে সদাকার আশ্চর্যজনক এক প্রভাব রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি ফাসিক, যালিম, কাফির যাই হোক না কেন। আল্লাহ তাআলা সদাকার কারণে সদাকা কারীর হরেক রকমের বালা মুসিবত দূর করে দেন। এটা সবারই জানা এবং দেশের সকলেই এ ব্যাপারটি স্বীকার করেছেন। কারণ তারা পরীক্ষা করে তারা সত্য পেয়েছেন।

৯.দান সদাকা সম্পর্কে সতর্কতা

আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমি রাসুল সাঃ এর সাক্ষাতে গেলাম। তখন তিনি কা'বা শরীফের ছায়ায় বসা ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন: আল্লাহর কসম! ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহর কসম! ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

আবু যর বলেন: আমি মনে মনে বললাম: রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আমার মধ্যে ব্যতিক্রম কিছু দেখে ফেললেন কি?? হায়! আমার কি হলো। অতপর আমি রাসূল সাল্লাহু সালামের পাশেই বসলাম। অথচ তিনি সে কথাই বারবার বলছেন। তখন আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না। আমাকে যেন কোন কিছু ছেয়ে গেছে। আমি বললাম: ওরা কারা? হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা আত্মোৎসর্গে হোক! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারা হলো ধনী সম্পদশালী। তবে ওরা ক্ষতিগ্রস্ত নয় যারা এদিক ওদিক তথা সর্বদিকে দান সদাকা করল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সামনে করল, পেছনে করলো। ডানে করল, বামে করল। তথা সর্বদিকে সদকা খয়রাত করল এবং তারা খুবই কম। আল্লাহ তাআলা বলেন(সূরা মুনাফিকুন ১০) আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা আল্লাহ তা'আলার পথে এখনই ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই; যাতে মৃত্যুর সময় আর বলতে না হয়: হে আমার প্রভু তুমি যদি আমাকে আরো কিছুকাল সময় দিতে তাহলে আমি বেশি বেশি সদাকা করতাম এবং সৎকর্মশীল হয়ে থাকতাম।

আল্লাহ তা'আলা (সুরা বাকারা ২৫৪)

আরো বলেন: "হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে আল্লাহ আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচ কর এমন দিন আসার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, না কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবে, না কারোর সুপারিশ ফায়দা দিবে। কাফিররা তো সত্যিই জালিম(সূরা বাকারা ২৫৪)

সময় থাকতেই সদাকা করুন। কারণ অচিরেই এমন একটি সময় আসবে । যখন সদাকা গ্রহণ করার আর কেউ থাকবে না।

হারিসা বিন ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা সময় থাকতে সদাকা করো। কারণ, অচিরেই এমন একটি সময় আসবে যখন ধনী ব্যক্তি সদাকা হাতে নিয়ে ঘুরবে; অথচ সাদকা নেওয়ার মতো তখন সে আর কাউকে খুঁজে পাবে না। কারো কাছে সদাকা নিয়ে গেলে সে বলবে: তা অবশ্যই গ্রহণ করতাম।

কিন্তু আজ আমার কোন প্রয়োজন নেই"। (বুখারী হাদিস ১৪১১, মুসলিম হাদিস ১০১১)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: "যুদ্ধক্ষেত্রের ধুলা আর জাহান্নামের ধোঁয়া কোন বান্দাহর পেটে কখনো একত্রিত হতে পারে না। তেমনি ভাবে কার্পন্য ও ইমান কোনো বান্দার অন্তরে কখনো একত্রিত হতে পারে না"। (বুখারী হাদিস ১৪১৯, মুসলিম হাদিস ১০৩২)

১০.অন্যের সদাকা বন্টনে সওয়াব

নিজের কাছে সদাকা দেয়ার মত কিছু না থাকলেও অন্যকে সদাকা বণ্টনের দায়িত্ব পালনেও সওয়াব পাওয়া যায়------

আবু মুসা আশ'আরি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কোন আমানতদার অন্যের সম্পদ সংরক্ষণকারী মুসলিম ব্যক্তি যদি তাকে যা দিতে বলা হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে যাকে দিতে বলা হয়েছে তাকে দিয়ে দেয় তা হলে তাকেও একজন সদকা কারি হিসেবে গণ্য করা হবে। (বুখারি হাদিস ১৪৩৮, মুসলিম হাদিস ১০২৩)

নিজের কাছে সদাকা দেওয়ার মতো কিছু না থাকলেও অন্যকে সদাকা দেয়ার পরামর্শেও সওয়াব পাওয়া যায়------

মুসা আবু আশ'আরি রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, " রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর নিকট কোন ভিক্ষুক আসলে অথবা তার নিকটে কিছু চাওয়া হলে তিনি বলতেন: তোমরা এর জন্য সুপারিশ করো। সওয়াব পাবে আল্লাহ তায়ালা তো তার নবীর মুখ দিয়ে যা ইচ্ছে তা ফয়সালা করবেনই।(বুখারী শরীফ ২৪৩২)

আল্লাহ তাআলা বলেন(সূরা মুনাফিকুন ১০) আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা আল্লাহ তা'আলার পথে এখনই ব্যয় কর তোমাদের

কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই; যাতে মৃত্যুর সময় আর বলতে না হয়: হে আমার প্রভু তুমি যদি আমাকে আরো কিছুকাল সময় দিতে তাহলে আমি বেশি বেশি সদাকা করতাম এবং সৎকর্মশীল হয়ে থাকতাম।

আল্লাহ তা'আলা (সুরা বাকারা ২৫৪)

আরো বলেন: "হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে আল্লাহ আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচ কর এমন দিন আসার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, না কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবে, না কারোর সুপারিশ ফায়দা দিবে। কাফিররা তো সত্যিই জালিম(সূরা বাকারা ২৫৪)

সময় থাকতেই সদাকা করুন। কারণ অচিরেই এমন একটি সময় আসবে । যখন সদাকা গ্রহণ করার আর কেউ থাকবে না।

হারিসা বিন ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা সময় থাকতে সদাকা করো। কারণ, অচিরেই এমন একটি সময় আসবে যখন ধনী ব্যক্তি সদাকা হাতে নিয়ে ঘুরবে; অথচ সাদকা নেওয়ার মতো তখন সে আর কাউকে খুঁজে পাবে না। কারো কাছে সদাকা নিয়ে গেলে সে বলবে: তা অবশ্যই গ্রহণ করতাম। কিন্তু আজ আমার কোন প্রয়োজন নেই"। (বুখারী হাদিস ১৪১১, মুসলিম হাদিস ১০১১)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: "যুদ্ধক্ষেত্রের ধুলা আর জাহান্নামের ধোঁয়া কোন বান্দাহর পেটে কখনো একত্রিত হতে পারে না। তেমনি ভাবে কার্পন্য ও ইমান কোনো বান্দার অন্তরে কখনো একত্রিত হতে পারে না"। (বুখারী হাদিস ১৪১৯, মুসলিম হাদিস ১০৩২)

নিজের কাছে সদাকা দেয়ার মত কিছু না থাকলেও অন্যকে সদাকা বণ্টনের দায়িত্ব পালনেও সওয়াব পাওয়া যায়------

আবু মুসা আশ'আরি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কোন আমানতদার অন্যের সম্পদ

সংরক্ষণকারী মুসলিম ব্যক্তি যদি তাকে যা দিতে বলা হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে যাকে দিতে বলা হয়েছে তাকে দিয়ে দেয় তা হলে তাকেও একজন সদকা কারি হিসেবে গণ্য করা হবে। (বুখারি হাদিস ১৪৩৮, মুসলিম হাদিস ১০২৩)

নিজের কাছে সদাকা দেওয়ার মতো কিছু না থাকলেও অন্যকে সদাকা দেয়ার পরামর্শেও সওয়াব পাওয়া যায়------

মুসা আবু আশ'আরি রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, " রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর নিকট কোন ভিক্ষুক আসলে অথবা তার নিকটে কিছু চাওয়া হলে তিনি বলতেন: তোমরা এর জন্য সুপারিশ করো। সওয়াব পাবে আল্লাহ তায়ালা তো তার নবীর মুখ দিয়ে যা ইচ্ছে তা ফয়সালা করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন(সূরা মুনাফিকুন ১০) আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা আল্লাহ তা'আলার পথে এখনই ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই; যাতে মৃত্যুর সময় আর বলতে না হয়: হে আমার প্রভু তুমি যদি আমাকে আরো কিছুকাল সময় দিতে তাহলে আমি বেশি বেশি সদাকা করতাম এবং সৎকর্মশীল হয়ে থাকতাম।

আল্লাহ তা'আলা (সুরা বাকারা ২৫৪)

আরো বলেন: "হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে আল্লাহ আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচ কর এমন দিন আসার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, না কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবে, না কারোর সুপারিশ ফায়দা দিবে। কাফিররা তো সত্যিই জালিম(সূরা বাকারা ২৫৪)

সময় থাকতেই সদাকা করুন। কারণ অচিরেই এমন একটি সময় আসবে । যখন সদাকা গ্রহণ করার আর কেউ থাকবে না।

হারিসা বিন ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা সময় থাকতে সদাকা করো। কারণ, অচিরেই এমন একটি সময় আসবে যখন ধনী ব্যক্তি সদাকা হাতে নিয়ে ঘুরবে; অথচ সাদকা নেওয়ার মতো তখন সে আর কাউকে খুঁজে

পাবে না। কারো কাছে সদাকা নিয়ে গেলে সে বলবে: তা অবশ্যই গ্রহণ করতাম। কিন্তু আজ আমার কোন প্রয়োজন নেই"। (বুখারী হাদিস ১৪১১, মুসলিম হাদিস ১০১১)

নিজের কাছে সদাকা দেয়ার মত কিছু না থাকলেও অন্যকে সদাকা বণ্টনের দায়িত্ব পালনেও সওয়াব পাওয়া যায়------

আবু মুসা আশ'আরি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কোন আমানতদার অন্যের সম্পদ সংরক্ষণকারী মুসলিম ব্যক্তি যদি তাকে যা দিতে বলা হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে যাকে দিতে বলা হয়েছে তাকে দিয়ে দেয় তা হলে তাকেও একজন সদকা কারি হিসেবে গণ্য করা হবে। (বুখারি হাদিস ১৪৩৮, মুসলিম হাদিস ১০২৩)

নিজের কাছে সদাকা দেওয়ার মতো কিছু না থাকলেও অন্যকে সদাকা দেয়ার পরামর্শেও সওয়াব পাওয়া যায়------

মুসা আবু আশ'আরি রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, " রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর নিকট কোন ভিক্ষুক আসলে অথবা তার নিকটে কিছু চাওয়া হলে তিনি বলতেন: তোমরা এর জন্য সুপারিশ করো। সওয়াব পাবে আল্লাহ তায়ালা তো তার নবীর মুখ দিয়ে যা ইচ্ছে তা ফয়সালা করবেন।

সদাকা (দান) ইসলামে একটি মহৎ আমল, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ ব্যয় করার অন্যতম উপায়। তবে অনেক সময় আমরা সদাকা করার পরিমাণ গুনে রাখি বা হিসেব

১১.সদাকার পরিমাণ হিসেব রাখা অনুচিত

১. রিয়া বা দেখানোর ভয়: যদি কেউ সদাকার হিসেব রাখে এই উদ্দেশ্যে যে, তা ভবিষ্যতে কাউকে বলবে বা অন্যকে দেখাবে—তাহলে তা রিয়া (লোক দেখানো) হয়ে যায়। আর রিয়া ছোট শিরকের একটি রূপ। রাসূল (সা.) বলেছেন:

> "সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি আমি তোমাদের জন্য ভয় করি, তা হলো ছোট শিরক—রিয়া।"
(মুসনাদে আহমাদ)

২. গোপনে দান করা উত্তম: আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

> "তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা উত্তম; আর যদি গোপনে দাও এবং গরিবদের দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম।"
— সূরা বাকারা: ২৭১

হিসেব রাখা হলে অনেক সময় গোপনীয়তা থাকে না।

৩. অহংকার সৃষ্টি হতে পারে: বেশি সদাকা করলে কেউ মনে মনে অহংকারে ভুগতে পারে—"আমি এত দান করেছি", "আমি এত টাকা খরচ করেছি"—এটি আত্মশুদ্ধির পথে বাধা।

১২. যখন সদাকার পরিমান হিসেব রাখা জায়েজ

সদাকার মূল উদ্দেশ্য যদি হয়:

নিজের উন্নতির জন্য কতটুকু দান করছি তা দেখা

পরবর্তী বছর আরেকটু বাড়ানোর পরিকল্পনা

কর্পোরেট বা অফিসিয়াল হিসেবের প্রয়োজনে

নফল সদাকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা

তবে এই হিসেব রাখা নিন্দনীয় নয় যতক্ষণ তা গোপন থাকে এবং রিয়া থেকে মুক্ত থাকে।

সদাকার আসল সৌন্দর্য হলো আন্তরিকতা, গোপনীয়তা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। যদি সদাকা করার পরিমাণ গুনে রাখলে তা অহংকার, রিয়া বা আত্মপ্রদর্শনের দিকে নিয়ে যায়—তবে তা বাদ দেওয়া উত্তম। আর যদি কেবল আত্মউন্নতির জন্য হয়, তবে তা নিয়তের উপর নির্ভর করে।

আল্লাহর কাছে কবুল হওয়াটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সংখ্যাটা নয়।
"যা পারেন সদাকা করুন" — এই বাক্যটি ছোট হলেও এর তাৎপর্য অনেক গভীর। ইসলাম ধর্মে সদাকার গুরুত্ব অপরিসীম, এবং এই বাক্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, দানের জন্য ধনী হওয়া শর্ত নয়। বরং যার যা সামর্থ্য, তা থেকেই দান করা উচিৎ। নিচে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

‘সদাকা’ শব্দটি আরবি "সিদক" থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো "সত্যতা" বা "সততা প্রকাশ"। আল্লাহর পথে খরচ করা, দরিদ্রকে সহায়তা করা, এবং সমাজে কল্যাণকর কাজ করা সবই সদাকার অন্তর্ভুক্ত।

১৩.যা পারেন দান সদাকা করুন

১. অল্প হলেও দান করুন:
সদাকা শুধু বড় অঙ্কের টাকা বা জিনিস দান করাকে বোঝায় না। ১ টাকা, ১ গ্লাস পানি, একটি খেজুর, এমনকি একটুখানি হাসিও সদাকা।

২. সামর্থ্য অনুযায়ী দান:
কেউ যদি ধনী না হন, তাহলেও তিনি যা পারেন তাই দিয়ে সদাকা করতে পারেন। যেমন:

পরিত্যক্ত কাপড় গরিবকে দেওয়া

জ্ঞান শেখানো

ভালো পরামর্শ দেওয়া

পথ থেকে কাঁটা বা পাথর সরিয়ে দেওয়া

৩. নিয়ত ও আন্তরিকতা গুরুত্বপূর্ণ:
আপনি যা দান করেন, তা যতই ছোট হোক, যদি আপনার নিয়ত খাঁটি হয়, তবে আল্লাহ তা কবুল করবেন।

৪. গোপনে সদাকা:
গোপনে সদাকা করা বেশি ফজিলতপূর্ণ। এতে রিয়া বা লোক দেখানোর সম্ভাবনা কম থাকে।

🗨 হাদীস ও কুরআনের আলোকে:

📖 কুরআন:

> "তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো, আল্লাহ তা জানেন।"
📚 (সূরা আল-বাকারা: ২৭৩)

📖 হাদীস:

> রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা আগুন থেকে বাঁচো, ولو بشق تمرة — যদিও সেটা অর্ধেক খেজুর সদাকা দিয়ে হয়।"
📚 (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

১৪.দান সদাকার উপকারিতা

গুনাহ মোচন হয়

বিপদ দূর হয়

রিজিক বরকত হয়

আত্মা পরিশুদ্ধ হয়

আখিরাতে ছায়া দান করবে

"যা পারেন সদাকা করুন" — এই নীতিটি আমাদের সকলকে আমাদের অবস্থান অনুযায়ী দান করার আহ্বান জানায়। বড়লোক হওয়ার অপেক্ষা না করে, আজকেই আপনি যা পারেন, তাই দিয়ে সদাকা শুরু করুন।

📌 স্মরণ রাখুন: সদাকার জন্য বড় জিনিস না, বড় মন দরকার।

"যা পারেন সদাকা করুন" — এই বাক্যটি ছোট হলেও এর তাৎপর্য অনেক গভীর। ইসলাম ধর্মে সদাকার গুরুত্ব অপরিসীম, এবং এই বাক্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, দানের জন্য ধনী হওয়া শর্ত নয়। বরং যার যা সামর্থ্য, তা থেকেই দান করা উচিৎ। নিচে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

'সদাকা' শব্দটি আরবি "সিদক" থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো "সত্যতা" বা "সততা প্রকাশ"। আল্লাহর পথে খরচ করা, দরিদ্রকে সহায়তা করা, এবং সমাজে কল্যাণকর কাজ করা সবই সদাকার অন্তর্ভুক্ত।

📌 **"যা পারেন সদাকা করুন" — এর ব্যাখ্যা:**

১. **অল্প হলেও দান করুন:** সদাকা শুধু বড় অঙ্কের টাকা বা জিনিস দান করাকে বোঝায় না। ১ টাকা, ১ গ্লাস পানি, একটি খেজুর, এমনকি একটুখানি হাসিও সদাকা।

২. **সামর্থ্য অনুযায়ী দান:** কেউ যদি ধনী না হন, তাহলেও তিনি যা পারেন তাই দিয়ে সদাকা করতে পারেন। যেমন:

- পরিত্যক্ত কাপড় গরিবকে দেওয়া

- জ্ঞান শেখানো

- ভালো পরামর্শ দেওয়া

- পথ থেকে কাঁটা বা পাথর সরিয়ে দেওয়া

৩. **নিয়ত ও আন্তরিকতা গুরুত্বপূর্ণ:** আপনি যা দান করেন, তা যতই ছোট হোক, যদি আপনার নিয়ত খাঁটি হয়, তবে আল্লাহ তা কবুল করবেন।

৪. **গোপনে সদাকা:** গোপনে সদাকা করা বেশি ফজিলতপূর্ণ। এতে রিয়া বা লোক দেখানোর সম্ভাবনা কম থাকে।

হাদীস ও কুরআনের আলোকে:

📖 **কুরআন:**

“তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো, আল্লাহ তা জানেন।” 📑 (সূরা আল-বাকারা: ২৭৩)

📖 **হাদীস:**

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “তোমরা আগুন থেকে বাঁচো, ولو بشق تمرة — যদিও সেটা অর্ধেক খেজুর সদাকা দিয়ে হয়।” (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

**সদাকার উপকারিতা:

- গুনাহ মোচন হয়

- বিপদ দূর হয়

- রিজিক বরকত হয়

- আত্মা পরিশুদ্ধ হয়

- আখিরাতে ছায়া দান করবে

"যা পারেন সদাকা করুন" — এই নীতিটি আমাদের সকলকে আমাদের অবস্থান অনুযায়ী দান করার আহ্বান জানায়। বড়লোক হওয়ার অপেক্ষা না করে, আজকেই আপনি যা পারেন, তাই দিয়ে সদাকা শুরু করুন।

স্মরণ রাখুন: সদাকার জন্য বড় জিনিস না, বড় মন দরকার।

১৫. দান সদাকা শরীয়ত সম্মত একটি ঈর্ষণীয় বিষয়

সদাকা অর্থ দান, উপকার বা সাহায্য করা। এটি ইসলামে একটি অতি মর্যাদাপূর্ণ ও পুণ্যময় কাজ। কুরআন ও হাদীসে সদাকার গুরুত্ব ও ফজিলত বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। এটি শুধু ধনসম্পদ বিতরণেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সদাকার রূপ বহুমাত্রিক — হাসি, ভালো ব্যবহার, উপদেশ, শারীরিক শ্রম বা সাহায্য ইত্যাদিও সদাকার অন্তর্ভুক্ত।

✦ সদাকার অর্থ ও শাব্দিক তাৎপর্য

"সদাকা" শব্দটি এসেছে আরবি "সিদক" (صدق) থেকে, যার অর্থ "সত্যতা" বা "সত্যভাষণ"। ইসলামি পরিভাষায়, সদাকা হল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের মাল বা শ্রম অন্যের কল্যাণে ব্যয় করা। সদাকা একজন মুসলিমের ঈমানের সত্যতা ও আন্তরিকতার প্রকাশ।

✦ কুরআন ও হাদীসে সদাকার গুরুত্ব

📖 কুরআনে ইরশাদ:

"তারা সেইসব লোক, যারা স্বচ্ছল ও অভাবের সময় আল্লাহর পথে ব্যয় করে..."
— সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪

"যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, তা আল্লাহ জানেন।"
— সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৩

🤲 রাসূল (সা.) এর হাদীস:

"সদাকা আগুনকে নেভায় যেমন পানি আগুন নেভায়।"
— তিরমিজি, হাদীস: ৬১৫

"প্রত্যেক সৎ কাজই সদাকা।"
— সহীহ মুসলিম

✦ সদাকার প্রকারভেদ

প্রকারব্যাখ্যাওয়াজিব সদাকাযেমন: যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি নফল সদাকা স্বেচ্ছায় দান, যা অতিরিক্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় শারীরিক সদাকা কারো বোঝা বইতে সাহায্য করা, পথঘাট পরিষ্কার করা ব্যক্তিগত সদাকা হাসি, সুন্দর ব্যবহার, উপদেশ দেওয়া।

✦ সদাকার উপকারিতা

পাপ মোচন করে

দুঃখ-কষ্ট দূর করে

আয়-রিজিক বৃদ্ধি করে

আখিরাতের সফলতা নিশ্চিত করে

আল্লাহর রহমত লাভ হয়

সমাজে সহানুভূতি ও ভালোবাসা বাড়ে

✦ ঈর্ষণীয় কেন?

সদাকা এমন একটি আমল যা সহজ, বহুমুখী এবং অপার সাওয়াবের আধার। এটি শুধু দানশীলকেই নয়, প্রাপকের জীবনেও শান্তি ও পরিবর্তন আনে। একজন দরিদ্র মানুষও সদাকা দিতে পারে — একটি হাসি, একটি দোয়া, বা একজন সাহায্য করা।

আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেউ সদাকা নিয়ে আসলে তিনি বলতেন হে আল্লাহ আপনি অমুক বংশের উপর রহমত বর্ষণ করুন। বর্ণনাকারী বললেন একদা আমার পিতা তার নিকট সদাকা নিয়ে আসলে তিনি বলেন---- আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আলি আবি আওফা(বুখারী হাদিস ১৪৯৭ মুসলিম হাদীস ১০৭৮)

কেউ সদাকা নিতে আসলে তাকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করা উচিত:---

জারীর বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা থেকে বর্ণিত: একদা কিছু গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল হে আল্লাহর রাসূল কিছু সংখ্যক সদাকা উসুল কারী আমাদের উপর জুলুম করেছে। তখন রাসুলুল্লাহ সঃ তাদেরকে বলেন: তোমরা সদকা উসুলকারীদের কে সন্তুষ্ট রাখবে। তারা বললো: হে আল্লাহর রাসূল! যদিও তারা আমাদের উপর জুলুম করে তারপরও আমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা সদকা অসুলকারীদের কে সন্তুষ্ট রাখবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যদিও তোমাদের উপর জুলুম করা হয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এরশাদ করলেন যখন তোমাদের নিকট কোন সদাকা উসুলকারী আসে তখন সে যেন তোমাদের কাছ থেকে সন্তুষ্ট চিত্তেই বিদায় নেয়। জারির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাঃ এর উক্ত হাদিস শোনার পর থেকে কোন সদাকা উসুলকারি আমার উপর সন্তুষ্ট না হয়ে বিদায় নেয়নি।

১৬.হারাম বস্তু সদাকা করা থেকে বিরত থাকা

হারাম বস্তু সদকা করলে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এরশাদ করেন :

যখন তুমি সম্পদের যাকাত দিলে তখনই তোমার দায়িত্ব আদায় হল। যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ সঞ্চয় করে তা থেকে সদকা দেয় তাতে তার কোন সওয়াবই হয় না। বরং তার ওপর পূর্বের হারাম সম্পদ সঞ্চয়ের গুনাহ'র বোঝা অবিকলয় থেকে যায়।

সদকা করলে মানুষ গরিব হয়ে যায় এটা শয়তানেরই প্রবঞ্চনা:---

আল্লাহ তায়ালা বলেন শয়তান তো তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। এদিকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা ও দয়ার ওয়াদা দিচ্ছেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন বিপুল দাতা ও সর্বজ্ঞ(সূরা বাকারা ২৬৮)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এরশাদ করেন: ""দান খয়রাত ধন সম্পদ কমিয়ে দেয় না""।

অতি সামান্য হলেও তা সদাকা করতে অবহেলা করবেন না:---

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সঃ প্রায়ই বলতেন:

"হে মুসলিম মহিলারা কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীকে কোন কিছু তা যদিও অতি সামান্য হয় তুচ্ছ মনে করে দেয়া থেকে বিরত থাকবে না এমনকি তা ছাগলের খুরই বা হোক না কেন।"

উম্মে বুজাইদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি একতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অনেক সময় গরিব লোক এসে আমার দরজায় ধন্না; দেয় অথচ আমার কাছে তখন দেয়ার মত কিছুই থাকে না। তখন রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন" যদি তুমি ছাগলের একটি পড়া খুরও

পাও তাই তুমি তার হাতে তুলে দিবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে তুমি ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দিবে না হুর দিয়ে হলেও তাকে বিদায় দিবে।"

বৃদ্ধকে রাস্তা পার করিয়ে।

এইসব দিক থেকে বিবেচনা করলে, সদাকা কেবল ধনীদের জন্য নয়, বরং সকল মানুষের জন্য একটি শরীয়ত সম্মত ও ঈর্ষণীয় ইবাদত।

সদাকা মুসলমানের জীবনে ঈমানের প্রতিচ্ছবি, মানবিকতা ও সহমর্মিতার প্রকাশ। এটি একদিকে আত্মিক পরিশুদ্ধি ঘটায়, অন্যদিকে সমাজে দারিদ্র্য বিমোচন করে। তাই আমাদের উচিত, "যা পারেন সদাকা করুন" — এই মূলনীতিতে জীবন পরিচালনা করা।

"আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকেই দিন; দেখবেন, তিনি আরও বাড়িয়ে দেবেন।"

আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেউ সদাকা নিয়ে আসলে তিনি বলতেন হে আল্লাহ আপনি অমুক বংশের উপর রহমত বর্ষণ করুন। বর্ণনাকারী বললেন একদা আমার পিতা তার নিকট সদাকা নিয়ে আসলে তিনি বলেন---- আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আলি আবি আওফা(বুখারী হাদিস ১৪৯৭ মুসলিম হাদীস ১০৭৮)
কেউ সদাকা নিতে আসলে তাকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করা উচিত:---
জারীর বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা থেকে বর্ণিত: একদা কিছু গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল হে আল্লাহর রাসূল কিছু সংখ্যক সদাকা উসুল কারী আমাদের উপর জুলুম করেছে। তখন রাসুলুল্লাহ সঃ তাদেরকে বলেন: তোমরা সদকা উসুলকারীদের কে সন্তুষ্ট রাখবে। তারা বললো: হে আল্লাহর রাসূল! যদিও তারা আমাদের উপর জুলুম করে

তারপরও আমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা সদকা অসুলকারীদের কে সন্তুষ্ট রাখবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যদিও তোমাদের উপর জুলুম করা হয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এরশাদ করলেন যখন তোমাদের নিকট কোন সদাকা উসুলকারী আসে তখন সে যেন তোমাদের কাছ থেকে সন্তুষ্ট চিত্তেই বিদায় নেয়। জারির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাঃ এর উক্ত হাদিস শোনার পর থেকে কোন সদাকা উসুলকারি আমার উপর সন্তুষ্ট না হয়ে বিদায় নেয়নি।

হারাম বস্তু সদকা করলে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এরশাদ করেন :---

যখন তুমি সম্পদের যাকাত দিলে তখনই তোমার দায়িত্ব আদায় হল। যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ সঞ্চয় করে তা থেকে সদকা দেয় তাতে তার কোন সওয়াবই হয় না। বরং তার ওপর পূর্বের হারাম সম্পদ সঞ্চয়ের গুনাহ'র বোঝা অবিকলয় থেকে যায়।

সদকা করলে মানুষ গরিব হয়ে যায় এটা শয়তানেরই প্রবঞ্চনা:---

আল্লাহ তায়ালা বলেন শয়তান তো তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। এদিকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা ও দয়ার ওয়াদা দিচ্ছেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন বিপুল দাতা ও সর্বজ্ঞ(সূরা বাকারা ২৬৮) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এরশাদ করেন: ""দান খয়রাত ধন সম্পদ কমিয়ে দেয় না""।

অতি সামান্য হলেও তা সদাকা করতে অবহেলা করবেন না:---

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সঃ প্রায়ই বলতেন:

"হে মুসলিম মহিলারা কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীকে কোন কিছু তা যদিও অতি সামান্য হয় তুচ্ছ মনে করে দেয়া থেকে বিরত থাকবে না এমনকি তা ছাগলের খুরই বা হোক না কেন।"

উম্মে বুজাইদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি একতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অনেক সময় গরিব লোক এসে আমার দরজায় ধন্না; দেয় অথচ আমার কাছে তখন দেয়ার মত কিছুই থাকে না। তখন রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন" যদি তুমি ছাগলের একটি পড়া খুরও পাও তাই তুমি তার হাতে তুলে দিবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে তুমি ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দিবে না হুর দিয়ে হলেও তাকে বিদায় দিবে।"

কৃপণতা সমূহ ধ্বংসের মূল হল সদাকা:---

আব্দুল্লা বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা খুতবা দিতে গিয়ে এরশাদ করেন:

'তোমরা কার্পণ্যের মানসিকতা পরিহার করো। কারণ তা কৃপণতার আদেশ করে তখন মানুষ কৃপণ হয়ে যায়। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে বলে তখন মানুষটা ছিন্ন করে। ভুনা করতে আদেশ করে তখন মানুষ গুনাহ করে বসে" (আবু দাউদ হাদিস ১৬৯৮)

সর্বদা লাভবান হতে পারে এমন বস্তু সদকা করা অত্যাধিক সওয়াবের কাজ:---

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: "এমন কোন পুরুষ আছে কি? যে কোন পরিবারকে এমন একটি দুধেল উষ্ট্রী ধার দিবে যা সকালে এক বাটি দুধ দিবে এবং বিকালেও আরেক বাটি । এরপর অনেক বেশি" (মুসলিম হাদিস ১০১৯)

কোন মৃত ব্যক্তির জন্য সদাকা করলে তা অবশ্যই তার আমলনামায় পৌঁছায়:---

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একতা জৈনিক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করল:

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মৃত্যু বরণ করেছেন; অথচ তিনি ওসিয়ত করার কোন সুযোগই পাননি। আমার মনে হয় তিনি কথা বলতে পারলে অবশ্যই সদকা করতেন। অতএব আমি তার পক্ষ থেকে কোন কিছু সদকা করলে এতে তার কোন সওয়াব হবে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই"(মুসলিম হাদিস ১০০৪)

১৭. স্ত্রী সন্তানদের জন্য খরচ করাও সদাকা

আবু মাসুদ বাদ্ররী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :"কোন মুসলিম যদি সওয়াবের নিয়তে তার পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচাদি চালিয়ে যায় তাতেও তার সদাকার সওয়াব রয়েছে"।(মুসলিম হাদিস ১০০২)

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম কে জিজ্ঞেস করলাম: হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তো আবু সালামার সন্তান গুলোকে এমন অবহেলায় ছেড়ে দিতে পারি না। কারণ তারা তো আমারও সন্তান অতএব আমি তাদের খরচাদি চালিয়ে গেলে তাতে আমার কোনো সওয়াব হবে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: " হাঁ, তুমি তাদের জন্য যাই খরচ করবে, তাতে সদাকার সওয়াব পাবে"(মুসলিম হাদিস ১০০১)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: যে টাকাটি তুমি আল্লাহ তায়ালার পথে খরচ করলে এবং যে টাকাটি তুমি গোলাম বান্দির উপর খরচ করলে এবং যে টাকাটি তুমি কোন দরিদ্রকে সদকা হিসেবে দিলে এবং যে টাকাটি তুমি নিজ পরিবারের জন্য খরচ করলে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সোয়াবের হচ্ছে যে টাকাটি তুমি নিজ পরিবারের জন্য খরচ করলে।(মুসলিম হাদিস ৯৯৫)

১৮. সদাকা দেয়ার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র

১. জনকল্যাণে পাড়ায় পাড়ায় পানি সরবরাহের জন্য পুকুর বা নলকূপ খনন করা
২. কাউকে কোন দুধের পশু ধার দেওয়া
৩. কোন ঋণগ্রস্তকে তার ঋণ পরিশোধে সহযোগিতার জন্য যথাসাধ্য সদাকা করা
৪. সুযোগ পেলে কাউকে খানা খাওয়ানো
৫. মানুষের মাঝে যেকোনো ধরনের বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই প্রস্তুত, কুরআন মাজীদ, তাফসীর, হাদিস, ওয়াজ নসিহতের বিশুদ্ধ অডিও ভিডিও কিংবা সিডি ক্যাসেট ও লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা
৬. কোরআন মাজীদ ,তাফসীর, সহীহ হাদিস কিংবা যে কোনো বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই পুস্তক, লিফলেট ,দেয়ালিকা ইত্যাদি মানুষের মাঝে ফ্রি বিতরণের জন্য দেশে দেশে অত্যাধুনিক প্রিন্টিং প্রেস অথবা আধুনিক রুচি ও উচ্চমান সম্পন্ন ইসলামী পুস্তক প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করা
৭. জায়গায় জায়গায় মসজিদ মাদ্রাসা ও ধর্মীয় সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা
৮. সাধারণের জ্ঞান আহরণের সুবিধার জন্য জায়গায় জায়গায় পাঠাগার বা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা
৯. মানুষের সুবিধার জন্য জায়গায় জায়গায় ফলদার বৃক্ষরোপণ করা
১০. মুসাফিরদের রাত্রিযাপনের সুবিধার জন্য ট্রেন বা বাস স্টেশনের গুলোর আশেপাশে খাবারের ব্যবস্থা সহ সম্পূর্ণ আবাসিক হোটেল তৈরি করা।
১১. কোন এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করা।
১২. বিধবা ও মিসকিনের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করা।
১৩. যেকোন রোজাদারকে ইফতার করানো

১৯.পূর্বযুগের নিষ্ঠাবান সদাকাকারীদের কিছু ঘটনা

১. উরওয়াহ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে দেখেছে ৭০ হাজার দিনার বা দিরহাম সদাকা করে দিতে, অথচ তিনি তার পরনের কাপড় তালি লাগিয়ে পড়েছিলেন।

২. আসমা বিনতে আবী বকর আগামীকালের জন্য কিছুই রাখতেন না। তিনি সবকিছুই আল্লাহ তাআলার রাস্তায় সদাকা করে দিতেন।

৩. ওমর রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একতা জৈনিক সাহাবীকে একটি ছাগলের মাথা হাদিয়া দেওয়া হলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন: আমার অমুক ভাই এই মাথাটির প্রতি আমার চাইতেও বেশি মুখাপেক্ষী। তাই তিনি মাথাটি তার কাছেই পাঠিয়ে দিলেন। এমনই ভাবে অপরজন অন্যের কাছে। পরিশেষের সাত ঘর ঘুরে মাথাটি প্রথম ঘরেই ফিরে আসলো।

৪. আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার এর নিকট যখনই তার কোন সম্পদ ভালো বা পছন্দনীয় মনে হতো তখনই তিনি তা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় সদকা করে দিতেন।

৫. আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা কখনো কখনো একই মজলিসে ৩০ হাজার দিনার বা দিরহাম সদাকা করে দিতেন অথচ তিনি কোন কোন মাসে এক টুকরা গোশত খাওয়ার পয়সাও নিজের কাছে খুজে পেতেন না।

৬. সা'দ বিন উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রতিরাতে ৮০ জন স্বুফফাবাসীকে খানা খাওয়াতেন।

৭. মদিনা বাসীরা আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সম্পদের উপর বেশিরভাগই নির্ভরশীল ছিল। কারণ তিনি নিজ মালের এক তৃতীয়াংশ মানুষকে ঋণ দিতেন আরেক তৃতীয়াংশ মানুষের ঋণ পরিশোধে ব্যয় করতেন। অন্য তৃতীয়াংশে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় ব্যয় করতেন।

৮. জুবায়ের বিন আউওয়াম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর এক হাজার গোলাম ছিল যারা তাকে প্রতিদিনই নিজেদের উপার্জন গুলো দিয়ে দিত। প্রতি রাত্রে তিনি সেগুলো সম্পূর্ণরূপে গরিবদের মাঝে বন্টন না করে কখনো ঘরে ফিরতেন না।

৯. আহমেদ বিন হাম্বল রাদিয়াল্লাহু আব্বাদ বিন আব্বাদ সম্পর্কে বলেন: তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ দ্বীনদার। যিনি নিজেকে আল্লাহ তাআলার কাছে থেকে তিন বা চারবার খরিদ করে নিয়েছেন। তিনি নিজেকে ওজন করে সেই পরিমাণ রুপা আল্লাহর রাস্তায় সদাকা করেছেন।

১০. অমর বিন দীনার থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

একদা আলী বিন হুসাইন বিন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মোহাম্মদ বিন উসামা বিন জায়েদের সাক্ষাতে গেলে দেখলেন তিনি কাঁদছেন। আলী বললেন: তোমার কি হয়েছে? কাঁদছো কেন? তিনি বললেন আমার উপর কিছু ঋণ রয়েছে তাই কাঁদছি। আলী বললেন: কতগুলো? তিনি বললেন: ১৫ হাজার দিনার। আলী বললেন: ঠিক আছে, তা আমিই দিয়ে দেবো।

১১. আলী বিন হাসান বিল আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট কোন ভিক্ষুক আসলে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলতেন: তোমাকে ধন্যবাদ! কারণ তুমি আমার ধন সম্পদ আখিরাতের দিকে বয়ে নিয়ে যাবে।

১২.ইমাম শা'বী বলেন: আমার এমন কোন আত্মীয় মরেনি যার উপর কিছু না কিছু ঋণ আছে, অথচ আমি তা তার পক্ষ থেকে আদায় করিনি।

১৩.আবু ইসহাক্ব আত-ত্বায়ির রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন: নাজাদ নামক জৈনিক প

ব্যক্তি সর্বদা রোজা রাখতো। একটি রুটি দিয়ে ইফতার করার সময় তিনি তা থেকে সামান্য টুকু ছিড়ে রাখতেন। শুক্রবার তিনি সেই টুকরোগুলো খেয়ে সেদিনে রুটিটি সদাকা করে দিতেন।

১৪. মুওয়াররিক্ আল ইজলী, ব্যবসা করে যা লাভ হতো তার সবটুকুই গরীব দুঃখীর মাঝে বন্টন করে দিতেন। তিনি বলতেন: গরিব দুঃখী না থাকলে আমি কখনোই ব্যবসা করতাম না।

১৫. আলী বিন ঈসা আল- ওয়াযীর রাদিয়াল্লাহু বলেন: আমি এ যাবত ৭লাখ দিনার কামিয়েছে। তার মধ্য থেকে ৬ লাখ ৮০ হাজার দিরহাম আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করে দিয়েছি।

২০. উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে;
দান ও সদাকা ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা আত্মার পরিশুদ্ধি ও সমাজের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

কুরআনে বলা হয়েছে:
"তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, আল্লাহ তা জানেন।"
— (সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৩)

হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন:
"সদাকা পাপকে মিটিয়ে দেয় যেমন পানি আগুন নিভায়।"
— (তিরমিযী, হাদীস ৬১৫)

দান ও সদাকা শুধু দুনিয়াতে নয়, আখিরাতেও উপকার বয়ে আনে। তাই মুসলমানের উচিত নিয়মিত সদাকা করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা।